ভোরের কাগজ

তারিখ ... 22 JAN 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৮ ...

ঢাবির আলোচিত ছাত্রী শান্তার শিক্ষক হওয়া এখন সময়ের ব্যাপার!

রাশিদুল হাসান : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে ছাত্রীদের ওপর বর্বর পুলিশি নির্যাতনের নেপথ্যের খলনায়িকা নূরজাহান শান্তাকে শিক্ষক পদে নিয়োগ দানের প্রক্রিয়া এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। এ সংক্রান্ত প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত হয়েছে বলে জানা যায়।

শামসুন্নাহার হলের ঘটনা তদন্তে গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি ঐ ঘটনায় শান্তা এবং তার অপর সহযোগী লুসিকে অন্যতম অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করলেও

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

ঢাবির আলোচিত ছাত্রী

● প্রথম পাতার পর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেই শান্তাকেই শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিতে যাচ্ছেন।

এদিকে শান্তাকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দানের খবরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকগণ বিস্ময় এবং হতাশা ব্যক্ত করেছেন। শান্তাকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দানের বিষয়ে বিএনপি সমর্থক শিক্ষকদের মধ্যেও বিভক্তি দেখা দিয়েছে। তবে বিএনপির হাই কমান্ডের নির্দেশে বিরোধী শিক্ষকরা এ বিষয়ে তেমন উচ্চবাচ্য করছেন না বলে জানা যায়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায় অধ্যাপক আফতাব আহমেদকে চেয়ারম্যান করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন চালু হওয়া ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগে ২ জন প্রভাষক এবং ২ জন সহকারী অধ্যাপক নিয়োগ দেওয়া হবে। এ ৩টি পদের জন্য ১২৫ জন প্রার্থী আবেদন করে। এর মধ্যে ৮৯ জনকে প্রভাষক পদে এবং ১৮ জনকে সহকারী অধ্যাপক পদে সাক্ষাতের জন্য ডাকা হয়। গত ৭ এবং ৮ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। সাক্ষাৎকার গ্রহণ শেষে ২৫ জনের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়। এ ২৫ জনের মধ্যে ২৪ জনই মাধ্যমিক থেকে মাস্টার্স শ্রেণী পর্যন্ত প্রত্যেকটিতে প্রথম বিভাগ পেয়েছেন। এর মধ্যে কয়েকজন প্রার্থীর ইউরোপ ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিও রয়েছে। অন্যদিকে শান্তা অনার্সে দ্বিতীয় বিভাগপ্রাপ্ত এবং সমাজ কল্যাণ বিভাগের ছাত্রী। জানা যায়, বিএনপির হাইকমান্ড এবং ছাত্রদলের কয়েকজন নেতার চাপে বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শান্তাকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। তবে শান্তাকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দানের বিষয়ে বিএনপি সমর্থক শিক্ষকদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। জানা যায়, শামসুন্নাহার হলের ঘটনায় শাপে বর হয়েছে এমন শিক্ষকরাই শান্তাকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দানে জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। অপরদিকে শামসুন্নাহার হলের ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমগ্র পরিবারের দুর্নামের কারণ হওয়ায় বিএনপি সমর্থক শিক্ষকদের অপর অংশ তাকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দানে নিমরাজি। প্রসঙ্গত ২৩ জুলাই গভীর রাতে শামসুন্নাহার হলে পুলিশি বর্বরতা ঘটনায় গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন তাদের ১১ দফা 'অনুসন্ধানে' বলেছিলেন, লুসি, শান্তা এবং ছাত্রদলের বহিরাগত মেয়েদের ওপর সাধারণ ছাত্রীরা ক্ষুব্ধ ছিল কারণ তাদের চাঁদাবাজির কারণে হলের ফটোকপি বন্ধ হয়ে যায়। 'অনুসন্ধানে' আরো বলা হয়, ২৩ জুলাই রাতে লুসি, শান্তার কক্ষে কোনো মারামারি হয়নি। আন্দোলনরত ছাত্রীদের সাক্ষ্য মতে শান্তার সহযোগী লিপি জানালার কাচ ভাঙে এবং চিৎকার ইত্যাদি করে মোবাইলের মাধ্যমে বাইরে জানিয়ে একটা অজুহাত সৃষ্টি করে যাতে পুলিশ ২৩৫ নম্বর কক্ষে প্রবেশ করে ছাত্রদলের মেয়েদের প্রটেকশন দিয়ে রাখতে পারে। কারণ সেই রুমে অস্ত্র ছিল এবং লুসি, শান্তা বের হয়ে গেলে অস্ত্র সাথার ঘটনা ফাঁস হয়ে যেতো।